PGPA-6

১। ভারতীয় বাজেট এবং পদ্ধতি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।

বাজেটের ধারণা (Concept of the Budget) : বাজেট হল জন প্রশাসনের মেরুদণ্ড এবং মুখমন্ডল । মেরুদণ্ড কারণ এটা জনপ্রশাসনের উদ্যোগকে ধারণ করে এবং মুখমণ্ডল কারণ এতে কি ধরনের শাসনের প্রবর্তন হবে তার প্রতিফলন থাকে । লয়েড জর্জ' (Loyd George) বলেছেন যে সরকার হল অর্থসংস্থান (Government is finance) কারণ প্রশাসনিক কাজের আর্থিক তাৎপর্য আছে আর আর্থিক ব্যবস্থা সরকারের নীতি ও কাঠামোকে প্রভাবিত করে । পশ্চিমের উন্নত দেশগুলিতে বাজেট সরকারের আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয় । কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বাজেট সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য ব্যবহৃত হয় । সহজভাবে বাজেট বলতে বোঝায় আয় ব্যয়ের বিবরণ কিন্তু এটা ছাড়াও আরও কিছু বোঝায় । বাজেট হল এমন একটা দলিল যা থেকে জানা যায় জনস্বার্থে সরকার কিভাবে তার সম্পদ ব্যবহার করবে । আধুনিক যুগে বাজেট আর্থিক প্রশাসনের একটি সম্পূর্ণ হাতিয়ার । বাজেট শব্দটি পুরানো ইংরেজী bougette থেকে উদ্ভূত যার অর্থ হল চামড়ার ব্যাগ যার ভেতর থেকে চ্যান্সেলর অফ একসবেকার পার্লামেন্টে উপস্থাপনের জন্য সরকারের বার্ষিক অর্থসংক্রান্ত কাগজপত্র বার করতেন । রাজতন্ত্র বাজেট ছিল রাজার বিশেষ ক্ষমতা যার সাহায্যে তিনি যুদ্ধ পরিচালনা এবং দেশ রক্ষার পরিকল্পনা করতে পারতো । 1688 সালে গৌরবময় বিপ্লবের সময় যখন ' প্রতিনিধি না থাকলে কোন কর নয় — এই নীতি বলবৎ হলে পার্লামেন্টে প্রতিনিধিদের ইচ্ছার প্রকাশে রূপান্তরিত হল ।

বাজেটের নীতি (Principles of Budgeting):-

1. বাজেট হবে সমতাপূর্ণ (Balanced) সরকার তার আয় বুঝে ব্যয়ের পরিকল্পনা করবে যাতে কোনরকম অর্থনৈতিক বিপর্যয় ব্যতিরেকে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব সংঘটিত হয় । আয়ের তুলনায় সরকারের ব্যয় বেশী হলে তাকে ঘাটতি বাজেট বলে । সাময়িকভাবে বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করে অথবা ঘাটতি ব্যয়ের (deficit financing) মাধ্যমে ব্যয়ের আধিক্য পূরণ করা যায় কিন্তু যদি সরকার ক্রমাগত বাজেট । ঘাটতি রাখতে থাকে তাহলে গভীর আর্থিক সংকট দেখা দেবে ।

2. আগামী বছরের প্রত্যাশিত আয় ও ব্যয়ের ভিত্তিতে বাজেট তৈরী করতে হবে ।

3. বাজেট হবে একটি স্তূপীকৃত একক দলিল (Consolidated Single Document) | সরকারের বিভিন্ন বিভাগের জন্য বিভিন্ন বাজেট হবে না । এটা প্রয়োজনীয় কারণ বাজেটকে দেশের ফিসক্যাল মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে । এছাড়া এটা অধিকতর দায়বদ্ধতা সুরক্ষিত করে । অবশ্য ভারতে রেলওয়ে বাজেট জার্মানী এটা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার একটি চিহ্ন । অবশ্য ফ্রান্স পৃথকভাবে পার্লামেন্টে উপস্থাপন করা হয় এবং সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশগুলি তাদের বিভিন্ন বিভাগের জন্য ভিন্ন বাজেট তৈরী করে । এই বাজেট গুলিকে বহুবাজেট (Plural Budgets) বলে ।

4. বাজেট দেশের নীট আয়ব্যয়ের পরিবর্তে মোট আয় ও ব্যয়ের উপর (gross earnings and expenditures) ভিত্তি করে গড়ে উঠবে । এর দরুন পার্লামেন্ট বাজেটে দেশের মোট আয় এবং নীট আয়ের ধারণা পাবে ।

5. বাজেটের একটা নির্দিষ্ট সময়সূচী (Fixed Time Frame) থাকবে যে সময়ের মধ্যে বণ্টিত অর্থ এবং সাহায্য দান (grants) ব্যয় করতে হবে । এর দরুন আর্থিক পরিকল্পনার দ্রুত রূপায়ণ সম্ভব হবে ।

প্রশাসনিক এজেন্সি জানে যে নির্দিষ্ট সময়ে বরাদ্দকৃত অর্থ যদি। ব্যয়িত না হয় তাহলে তা ফেরৎ যাবে অথবা নষ্ট হয়ে যাবে । একে Rule of Lapse বলে ।

6. বাজেটের বৈধ্যতা (legitimacy) থাকবে । এর অর্থ হল সরকার এ সম্পর্কে কোন কিছু গোপন করবে না । বাজেট তৈরীর ব্যাপারে পূর্ণপ্রচার' প্রয়োজন কারণ তাহলেই জনসাধারণ এ ব্যাপারে তাদের মতামত। 'জানিয়ে তার সমালোচনা করতে পারে । আধুনিক কালে যখন বিপুল পরিমাণ অর্থ বাজেটে বরাদ্দ করা হয় তখন জনসাধারণের গোচরে তা নিয়ে আসা 'প্রয়োজন ।

7. বাজেট নষ্ট হবে এবং গণনাপদ্ধতির (form of estimates) সঙ্গে হিসাবপদ্ধতির (form of accounts) সামঞ্জস্য থাকবে । বাজেটের গুরুত্ব (Importance of the Budget) উইলিয়াম উইলোবির (William Willoughby) মতে বাজেটের তিনটি উদ্দেশ্য :

(i) বাজেট হল গণতন্ত্রের একটি হাতিয়ার ।

(ii) বাজেট হল আইন বিষয়ক কাজ এবং শাসনবিভাগ সংক্রান্ত কাজের মধ্যে সহসম্পর্ক স্থাপনের একটি হাতিয়ার ।

(iii) বাজেট হল প্রশাসনিক দক্ষতা এবং মিতব্যয়িতা' অর্জনের একটি হাতিয়ার । সনাতন বাজেট ব্যবস্থা যুক্তিপূর্ণ একাউন্টিং নিয়ম অনুসরণ করে অনিশ্চয়তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, ।

আধুনিক কালে বাজেট শুধুমাত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি হাতিয়ার মাত্র নয় এটা সামাজিক ও অনৈতিক সংস্কারের একটি হাতিয়ারও বটে । সরকারের বৈদেশিক নীতির উদ্দেশ্য সাধনের একটা হাতিয়ার হিসাবেও ব্যবহার করা হয় । অনিতা ক্রমাগত বেড়ে চলায় সনাতন ব্যবস্থার পরিবর্তে বাজেটের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ধারণার আবির্ভাব ঘটছে । নাওমি কাইডেন (Naomi Caiden) সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন বর্তমানে আমাদের ভিন্ন অনুমানের ভিত্তিতে অগ্রসর হতে হবে, মনে করতে হবে সরকারী সম্পদ সীমাবদ্ধ এবং জনসাধারণের প্রয়োজন অসীম । তিনি আধুনিক বাজেটকে নিয়ন্ত্রণ অযোগ্য বাজেট (uncontrollable budget) বলে অভিহিত করেছেন । তিনি সনাতন পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত সংস্কারগুলি প্রবর্তনের কথা বলেছেন । (i) জনসাধারণের ব্যবহার এবং কর্মসংস্থানের জন্য সম্পদসংগ্রহ ; (ii) প্রাপ্ত সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা যাতে কোনরূপ অপচয় না ঘটে ; (iii) বিভিন্ন প্রতিযোগী চাহিদার মধ্যে সম্পদের বণ্টন ; iv) সরকারী তহবিলের দ্রুতবণ্টন ; (v) আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে দক্ষতাপূর্ণ করে তোলা ; (vi) হিসাব পদ্ধতিকে সৎ এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করা ; (vii) স্বাধীন অডিটের ব্যবস্থা করা ; (viii) সরকারী ব্যয়ের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন করা ।

বাজেটের প্রস্তুতি এবং কার্যকরণ (Preparation and Execution of the Budget) বাজেট চক্রের তিনটি পর্যায় আছে :

i) বাজেট প্রস্তুত (Preparation of the Budget) (iii) বাজেট বিধিবদ্ধকরণ (Enactment of the Budget) (iii) বাজেট কার্যকরণ (recution of the Budget) আর্থিক বছর শুরু হয় 1 লা এপ্রিল আর শেষ হয় 31 শে মার্চ । বর্তমানে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রে আর্থিক বছর 1 লা অক্টোবর আর শেষ হয় 30 শে সেপ্টেম্বর । বাজেট প্রস্তুত এবং কার্যকরী করার চারটে প্রধান সংস্থা হল অর্থমন্ত্রণালয়, প্রশাসনিক মন্ত্রনালয় (Administrative Ministries), পরিকল্পনা কমিশন এবং কনট্রোলার ও অডিটর জেনারেল ।

বাজেট প্রস্তুতকরণের দুটি পর্যায় আছে : (ক) ব্যয়ের হিসাব তৈরী করা (Preparation of the Estimates of Expenditure) : জুলাই – আগস্ট মাস থেকেই ব্যয়ের হিসাব তৈরী হয় আর' এই সময় তা বিভিন্ন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে (Administrative Ministries) পাঠান হয় । (খ) রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত, Preparation of the Estimates of Revenue) : রাজস্বের হিসাব তৈরী করে অর্থমন্ত্রণালয় । হিসাব তৈরীর জন্য এই মন্ত্রণালয় সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাকস্ এবং সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ইনভেস্টমেন্ট ট্যাক্স এর সঙ্গে আলোচনা করে । আয়কর বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক ও বাণিজ্য শুল্ক বিভাগ একে সহায়তা করে । বাজেট পার্লামেন্টে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করার পূর্বে ক্যাবিনেটে উপস্থাপন করা হয় । বাজেট বিধিবদ্ধকরণ (Enactment of the Budget) : সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে Annual Financial Statement (অর্থাৎ বাজেট) পার্লামেন্টে পেশ করার ক্ষমতা দিয়েছেন । অবশ্য এই কাজটি প্রেসিডেন্টের হয়ে করে থাকেন অর্থমন্ত্রী । রেলবাজেট সাধারণ বাজেটের পূর্বে পেশ করা হয়।

বাজেটে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকে— (।) শেষ বছরের আয় ও ব্যয়ের হিসাব থাকে ; (ii) আগামী বছরের অর্থনীতিক নীতির একটা খসড়া থাকে ; (iii) ভারতের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয় ; (iv) অন্যান্য ব্যয়ের প্রস্তাবিত হিসাব ; অর্থমন্ত্রী একটি বাজেট বক্তৃতা দেবার পর লোকসভায় বাজেট পেশ করেন । বাজেটের সঙ্গে কতগুলি ডকুমেন্ট যোগ করে দেওয়া হয়— 1. বাজেটের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যামূলক স্মারকলিপি থাকবে : 2. চাহিদার একটি সংক্ষিপ্তসার ; 3. প্রতিমন্ত্রণালয়ের জন্য পৃথক দলিল থাকবে ; 4. প্রতিরক্ষা ব্যয়ের হিসাব ; 5. Appropriation বিল ; 6. কর প্রস্তাবনাসহ একটি ফিনান্স বিল ; 7. প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট । যেদিন বাজেট লোকসভায় পেশ করা হয় তার » দিন পরে আলোচনা শুরু হয়। কনসলিডেটেড ফান্ড থেকে কোন ব্যয় করা যাবেনা যদি না Appropriation Bill -এর অনুমতি না থাকে । পরিশেষে বাজেটকে কার্যকর করা হয় । বাজেটকে কার্যকর করার দায়িত্ব হল অর্থমন্ত্রণালয়ের উপর । ঠিক ভাবে তহবিল সংগ্রহ এবং বণ্টন করা হল অর্থমন্ত্রণালয়ের কাজ ।

২। জনপ্রশাসনের পরিবেশে পরিবর্তনগুলি বিশদে ব্যাখ্যা করুন।

জনপ্রশাসনের আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অথবা রাষ্ট্র আইনের আলোচনার ফলশ্রুতি, প্রশাসনকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা আইন শাস্ত্রের বৈমাত্রেয় ভগ্নী বলা চলে । জনপ্রশাসন অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিজ্ঞান ; একে সমাজ বিজ্ঞানের আধুনিকতম শাখা বলা চলে । এই বিজ্ঞানের বিবর্তনের কয়েকটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায় যা জনপ্রশাসনের পরিবেশে একটি নতুন ধারনা উত্থাপন করেছে, যা ঘটেছে ধারাবাহিকভাবে। যথা নিম্নে আলোচনা করা হলঃ-

প্রথম পর্যায় (1887-1926) জনপ্রশাসনের উদ্ভব হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং দেশেই আজও তার বিকাশ অব্যাহত আছে । উড্রো উইলসনকে (Wilson) জনপ্রশাসনের জনক বলে অভিহিত করা হয় । উইলসন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক

ছিলেন, পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হন । 1887 সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি এক পৃথক জনপ্রশাসন শাস্ত্রের প্রয়োজনের কথা বলেন । এই যুগ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও জনপ্রশাসনের পার্থক্যের যুগ । গুডনাউ (Frank Goodnow) তাঁর Pol itics and Administration (1990) গ্রন্থে উভয় শাস্ত্রের কার্যাবলী পার্থক্য করেন । রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের নীতি নিয়ে আলোচনা করে আর জনপ্রশাসন সে নীতিকে কার্যে রূপান্তরিত করে (Public administration is the sum total of all the activities undertaken in the pursuit of and in the fulfilment of public policy .) । দ্বিতীয়ত, উভয় শাস্ত্রে কার্যকলাপের প্রতিষ্ঠানগত অবস্থিতিরও পার্থক্য করা হয় । রাজনীতির অবস্থান হল আইনসভা ও ঊর্ধবতন রাজনৈতিক শাসন – কর্তৃপক্ষের উপর কর্তৃপক্ষের উপর, আর প্রশাসন হল সরকারের নির্বাহী বিভাগ বা আমলাতন্ত্র|

দ্বিতীয় পর্যায় (1927-1937) : জনপ্রশাসনের দ্বিতীয় পর্যায়ে মূল্যবোধ বিবর্জিত ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানের (management science) ধারণা গুরুত্বলাভ করে । এই পর্যায়ের মূল বিষয় হল— প্রশাসনের কতকগুলি নীতি আছে', পণ্ডিতদের সেই নীতিসমূহ আবিষ্কার করতে এবং কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে । উইলোবির (W.E. Willoughby) Principles of Public Administration 1927 সালে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই যুগের শুরু হয় । এই গ্রন্থের নাম এই শাস্ত্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য নির্দেশ করে । এই যুগে আরও কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । যেখানে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার (Scientific Management) মূল সূত্রগুলিকে ব্যাখ্যা করা হয় । এইসব গ্রন্থের মধ্যে মারী পার্কার ফলেতের (Mary Parker Follett) Creative Experience, আরি ফেয়লের (Henri Fayol) Industrial and General Management এবং মুনী ও র্যালীর (Mooney and Reiley) Principles of Organisation বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 1937 সালে প্রকাশিত লুথার গুলিক এবং লিণ্ডল আরউইকের (Luther Gulick and Lyndall Urwick) Papers on the Science of Administration এই যুগের শ্রেষ্ঠ অবদান । গুলিক এবং আরউইক জনপ্রশাসনকে — বিজ্ঞান — বলে অভিহিত করেন । মানুষের সংগঠন অনুশীলন করে এই বিজ্ঞানের সূত্রগুলি আরোহী পদ্ধতিতে (Inductively) আবিষ্কার করা যায় । সূত্রগুলি কি ? POSDCORB— এই শব্দটির সাহায্যে গুলিক এবং আরউইক সাতটি সূত্র প্রকাশ করেছেন । এই গ্রন্থের যথাস্থানে তাদের ব্যাখ্যা করা হয়েছে । জনপ্রশাসনের এই পর্যায়কে সুবর্ণ যুগ বলা যায় । এই সময় জনপ্রশাসন সুউচ্চ মর্যাদায় বিভূষিত হয় এবং সরকারী ক্ষেত্রে এবং কারবারী জগতে এর ফলাফলের তীব্র চাহিদা দেখা দেয় ।

তৃতীয় পর্যায় (1938-1947) : জনপ্রশাসন বিবর্তনের তৃতীয় পর্যায়ে মানবিক সম্পর্ক (Human Relations) আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয় । 1927 সাল থেকে 1932 সাল পর্যন্ত Western Electric Company-র হ্যথর্ন কারখানায় (Hawthorne Plant) এলটন মেয়ো (Elton Mayo) যে পরীক্ষা চালান তা থেকে যে সত্য আবিষ্কৃত হয় তা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তিমূল শিথিল করে দেয় । এই পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে কর্মক্ষেত্রে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের প্রভাব প্রবল । কর্মী কোন যন্ত্র নয় সে একজন চেতনাসম্পন্ন জীব ও সামাজিক মানুষ— যার আশা-আকাঙ্খা, অভাব -অসুবিধা আছে ও যার অপরের সঙ্গে মেলামেশা করা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ঘরোয়া গোষ্ঠীর (informal group) সদস্য হওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে । মানবিক সম্পর্ক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার যান্ত্রিক ধারণার সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে । কর্মক্ষেত্রে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের উপর গুরুত্ব দিয়ে এই মতবাদ সংগঠনের মানবিক দিকের প্রতি নির্দেশ দেয় ।

চতুর্থ পর্যায় (1948-1970) : এই পর্যায় জনপ্রশাসনের সংকটের পর্যায় । দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যবস্থাপন বিজ্ঞান যে সূত্রের সাহায্যে জনপ্রশাসনকে নতুন জগতের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছিল হ্যথর্ন পরীক্ষায় তা নস্যাৎ হয়ে যায় এবং এই শাস্ত্রের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

বলে মনে হয় । জনপ্রশাসন সত্তার সংকটের (crisis of identity) সম্মুখীন হয় । অনেক প্রশাসক এই সংকটে পড়ে মূলশাস্ত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে ফিরে যাবার চেষ্টা করে কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তাদের প্রতি কোন সহানুভূতি দেখায় না । এই যুগে জনপ্রশাসন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে । স্বাভাবিক নিয়মের জনপ্রশাসন এক বিকল্প অন্বেষণ করছিল আর সেই বিকল্প পাওয়া গেল প্রশাসন বিজ্ঞানের মধ্যে । অবশ্য এ ক্ষেত্রেও জনপ্রশাসন তার স্বতন্ত্র সত্তা হারায় এবং বৃহত্তর শাস্ত্রের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে ।1947 সালে প্রকাশিত নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক সাইমনের (Herbert Simon) বিখ্যাত গ্রন্থ Administrative Behaviour প্রকাশিত হয় । এই গ্রন্থে সাইমন জনপ্রশাসনকে নিয়মনিষ্ঠ বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করার যুক্তি প্রদর্শন করেন । জনপ্রশাসনকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের (decision-making) বিজ্ঞান করা হয় । জনপ্রশাসনের যদি কোন তত্ত্ব থাকে তা হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ । সাইমনের তত্ব জনপ্রশাসনের এক বিকল্প সংজ্ঞা দেয় এবং একে মনস্তত্ত্ব সমাজতত্ব, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করে এই শাস্ত্রের পরিধি বৃদ্ধি করা হয় । এই শাস্ত্রে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে দুটি পরস্পর সহায়ক চিন্তাধারা দেখা যায় একটি হল প্রশাসনের বিশুদ্ধ বিজ্ঞান আর অপরটি হল সরকারী নীতি নির্ধারণ । একটি তাত্ত্বিক দিক, অপরটি তার ফলিত রূপ ।

পঞ্চম পর্যায় (1971 - অদ্যাবধি) : পূর্ববর্তী যুগের অনিশ্চয়তা সত্বেও জনপ্রশাসনের যথেষ্ট অগ্রগতি হয় এবং সত্তর দশকে এক সমৃদ্ধ রূপ লাভ করে । জনপ্রশাসন তার ক্ষেত্রে সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে পণ্ডিত ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করে এক আন্তঃশাস্ত্রীয় (inter-disciplinary) রূপ দান করে । বর্তমানে এই শাস্ত্র প্রশাসন ব্যবস্থাপন বিজ্ঞান, আইন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও অর্থনীতির এক সংমিশ্রিত রূপ । বর্তমানে সরকারী শাসনব্যবস্থাকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিচার করা হয় ।

৩। ভারতের সংবিধানে 73 তম ও 74 তম সংশোধনী আইনের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় স্তরের পরিকল্পনায় পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠার একটি মূল্যায়ন করুন।

১৯৯২ সালে পার্লামেন্ট ৭৩ তম সংবিধান সংশোধন আইন প্রণয়ন করে এবং ১৯৯৩ সালের ১ লা জুন থেকে তা কার্যকর হয় । এই সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে পঞ্চায়েত (The) শীর্ষক ৯ নং অংশটি (Part IX) সংযোজিত হয়েছে । পঞ্চায়েত সংক্রান্ত এই Panchayats আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

1.গ্রামসভা রাজ্য আইনসভা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে গ্রামস্তরে একটি করে গ্রামসভা গঠন করবে । গ্রামসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি ওই আইন অনুসারে নির্ধারিত হবে ।

2.ত্রিস্তরবিশিষ্ট পঞ্চায়েত ভারতের প্রতিটি রাজ্যে ত্রিস্তরবিশিষ্ট পঞ্চায়েত অবশ্যই প্রতি। করতে হবে । পঞ্চায়েতের এই ৩ টি স্তর হল » [i] গ্রাম স্তর) [ii] মধ্যেবর্তী স্তর এবং » [iii] জেলা স্তর । কিন্তু যে – রাজ্যের মোট জনসংখ্যা ২০ লক্ষের বেশি নয়, সেখানে পঞ্চায়েতের মধ্যেবর্তী স্তর গঠন করা হবে না ।

3. গঠন যে— কোনো রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনানুযায়ী সংশ্লিষ্ট রাজ্যের পঞ্চায়েত গঠিত হবে । একটি পঞ্চায়েতের সব আসনই প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হবে । এরূপ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি পঞ্চায়েতের ভৌগোলিক অঞ্চলকে মোটামুটি সমান জনসংখ্যার ভিত্তিতে কয়েকটি নির্বাচনক্ষেত্রে ভাগ করা হয় । প্রতিটি নির্বাচনক্ষেত্র থেকে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন ।